জের ঋণ নীতিমালাঃ

১। জরুরী প্রয়োজনে ঋণ থাকা অবস্থায় এ ঋণ বিবেচনা করা হবে। তবে অনুমোদিত ঋণ থেকে অবশ্যই পূর্বের ঋণ সমন্বয় করা হবে।

২। জের বা ব্যালেন্সিং ঋণ কে একটি নতুন ঋণ হিসাবে বিবেচনা করা হবে।

৩। কোন সদস্য ঋণ গ্রহণ করার ১ বছর অতিক্রান্ত বা ১২টি কিস্তি দেয়ার পর এ ঋণ জন্য আবেদন করতে পারবে।

৪। এ ঋণ আবেদন করার পূর্বে আবেদনকারীকে ৫০% (অর্ধেক ঋণ) পূর্ববর্তী মাসে পরিশোধ করতে হবে।

৫। এ ঋণের ক্ষেত্রে বর্তমান শেয়ার কোনভাবেই বিবেচনা করা হবে না।

৬। বোর্ডের অনুমোদন ব্যতীত এ ঋণ প্রদান করা যাবে না। তবে ৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণদান পরিষদ অনুমোদন দিতে পারবে।

৭। সদস্য বর্তমান ঋণের এক মাস অনিয়মিত হলেও এ ঋণ প্রদান করা হবে না।

৮। প্রতিটি ঋণের ক্ষেত্রে পরিবারের বাইরে কমপক্ষে ১টি জামিন দিতে হবে।

বেতনের বিপরীতে/সেলারী ঋণ নীতিমালা ঃ

মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ একটি আর্থিক তথা ঋণ আদান প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। সমিতির আয় বৃদ্ধিকল্পে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত চাকুরীজীবি এবং সদস্য-সদস্যাদের নীট আয়ের বিপরীতে ঋণ পরিশোধের সার্মথ্য অনুযায়ী

বেতনের বিপরীতে/ সেলারী ঋণ প্রদান করা হয়।

- ঋণ গ্রহীতাকে এই সমিতির সদস্য হতে হবে এবং নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন করতে হবে।
- চাকুরীজীবি গণ এ ঋণ গ্রহণ করতে পারবে।
- ৬০ কিস্তিতে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বেতনের বিপরীতে/ সেলারী ঋণ প্রদান করা হবে।
- সদস্য হওয়ার ১ বছর পরই এ ঋণ নিতে পারবে।
- বেতনের ১০ গুণ যা সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা দেওয়া যাবে।
- বার্ষিক ১২% সুদে এই ঋণ প্রদান করা হবে।
- চাকুরী কমপক্ষে ২ বছর হতে হবে।
- নিজ নামে ব্যাংক একাউন্ট থাকতে হবে এবং ৬ মাসের ব্যাংক স্টেইটমেন্ট দিতে হবে।
- ৫৫ বছরের উর্ধ্বে ঋণ প্রদান করা যাবেনা।
- কিস্তি দিতে ব্যর্থ হলে ক্রেডিট হিসেবে সুদ জরিমানা দিতে হবে।
- এ ঋণে সাধারণ ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী ঋণ নিরাপত্তা প্রিমিয়াম আদায় করা হবে।
- সুদের উপর রিবেট প্রদান করা হবে।
- ঋণ গ্রহণের পূর্বে আবেদনকারীকে স্বাক্ষরিত ৩ পাতা এম.আই.সি.আর ব্যাংক চেক জমা দিতে হবে।
- আই,ডি কার্ড বা ভিজিটিং কার্ড এর ফটোকপি দিতে হবে।
- এ ঋণের ক্ষেত্রে প্রথম ঋণ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে ।
- এ ঋণের ক্ষেত্রে জামিনের প্রয়োজন হবেনা।
- যৌথ পরিবারের ক্ষেত্রে যদি কোন সদস্য ডিফল্ট থাকলে এ ঋণের আওতায় আসবেনা।
- আবেদনকারীর অবর্তমানে পরিবারের উপার্জনক্ষম কোন সদস্য/সদস্যার অঙ্গীকার নামা আবশ্যক ।
- উপরোক্ত নীতিমালা প্রয়োজনে পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংযোজন/বিয়োজন সম্পূর্ণ সমিতির এখতিয়ার ভুক্ত ।
- যদি এই ঋণ পর পর ৬ মাস দিতে ব্যর্থ হয় তবে সমিতি ঋণ আদায় করার জন্য তাকে স্থায়ী অনিয়মিত সদস্য হিসেবে
- এম.আই.সি.আর চেক ব্যাংকে জমা দিয়ে ঋণ আদায় করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- এ ঋণের ক্ষেত্রে বীমা প্রদান করা হবে।

১০.ভিসা, পাসপোর্টের ও বিদেশে যাওয়ার সমস্ত কাগজের ফটোকপি জমা দিতে হবে।
১১.আবেদনকারী বিদেশে যাওয়ার কার্য সমাধানের পর প্রদানকৃত চেক নগদীকরন করে ঋণ পরিশোধ করা যাবে।
১২.এ ঋণের জন্য শেয়ার জমা দিতে হবেনা, ঋণ বীমার টাকা গ্রহণ করা হবেনা এবং কোন রিবেট প্রদান করা হবেনা।
১৩.আবেদনকারীকে যে কয় মাসের জন্য ঋণ নিবে, সেই কয় মাসের সুদের টাকা ঋণ গ্রহণ করার পূর্বে অগ্রিম সঞ্চয়ী হিসেবে জমা থাকতে হবে। ঐ হিসাব থেকে প্রতি মাসে সুদের টাকা সমন্বয় করা হবে।
১৪.যে কোন আবেদন গ্রহণ বা বাতিল করার সর্বময় ক্ষমতা ক্রেডিট ইউনিয়ন সংরক্ষণ করে।

ব্যবসায়ী ঋণ নীতিমালা ঃ

খ্রীস্টান সমাজের (অনেক প্রতিষ্ঠিত) ব্যবসায়ীদের আর্থিক সহযোগিতার/উন্নয়নের জন্য ব্যবসায়িক আর্থিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড বিষয়টি বিবেচনা করে ব্যবসায়ী ঋণ বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে।

ব্যবসায়ী ঋণ গ্রহণের যোগ্যতাঃ

- ঋণ গ্রহীতাকে অবশ্যই মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড এর সদস্য হতে হবে।
- প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হতে হবে। (কমপক্ষে ব্যবসায়ের ৩ বছর হতে হবে)

ব্যবসায়ী ঋণ গ্রহণের নিয়মাবলীঃ

- ইউনিয়ন কর্তৃক সরবরাহকৃত নির্দিষ্ট আবেদন পত্রের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
- ব্যবসায়ীর নিজ নামে ব্যবসায়ীক ট্রেড লাইসেন্স এর ফটোকপি জমা দিতে হবে। (হালনাগাদ)
- বিগত ১ বছরের ব্যাংক আর্থিক বিবরণী জমা দিতে হবে।
- ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অংশীদারের আমোক্তার নামায় স্বাক্ষী হিসেবে ঋণ পরিশোধের অঙ্গীকার প্রদান করতে হবে।
- কাগজপত্রের সমস্ত খরচ আবেদনকারীকে বহন করতে হবে।
- আবেদনকারীর নামে সর্বোচ্চ ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা যাবে।
- জমি বা ফ্ল্যাট এর বাজার মূল্যের ৭০% বেশী ঋণ দেয়া যাবেনা।
- এই ঋণ ১৪% সুদে পরিশোধ করিতে হবে।
- ঋণের কিস্তি ৬০ সম-মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হবে।
- কোন সদস্য নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ না করিলে ক্রেডিটের নিয়মানুসারে সুদ ও জরিমানা সহ কিস্তি দিতে হবে।
- ভ্যাট/টি আই এন এর সার্টিফিকেট (প্রয়োজন অনুসারে) জমা দিতে হবে। এ ঋণের ক্ষেত্রে কোন প্রকার ঋণ নিরাপত্তা প্রিমিয়াম প্রদান করা হবেনা।
- এ ঋণের ক্ষেত্রে রিবেট প্রদান করা হবেনা
- ৫৫ বছরের উর্ধ্বে কোন ব্যাক্তি এ ঋণের আওতায় আসবেনা
- ঋণ গ্রহণের সময় ৩০০ টাকা মূল্যের নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে আবেদনকারীর অর্বতমানে পরিবারের উপার্জনক্ষম কোন ব্যক্তিকে স্বশরীরে উপস্থিত থেকে অঙ্গীকারনামায় ঋণ পরিশোধের স্বাক্ষর করতে হবে।
- নিজস্ব শেয়ার, পরিবারের কোন সঞ্চয়ী আমানত, এফ ডি আর, মর্টগেজ জামিনের মাধ্যমে এ ঋণের ক্ষেত্রে প্রদান করা যাবে।
- উপরোক্ত নীতিমালা প্রয়োজনে পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংযোজন/বিয়োজন সম্পূর্ণ সমিতির এখতিয়ার ভুক্ত
- ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নামে জমি, ফ্ল্যাট সমিতির নামে পাওয়ার আব এ্যাটর্নি করে দিতে হবে।
- যদি ঋণের কিস্তি দিতে ব্যর্থ হয় তবে তা বিক্রি করে ঋণের টাকা আদায় করবে।

আমানত (দ্বি-মাসিক, মাসিক, দ্বি-গুণ ও স্থায়ী আমানতের) বিপরীতে ঋণ নীতিমালা ঃ

১। এই আমানতের বিপরীতে ঋণ একটি নতুন ঋণ হিসাবে বিবেচিত হবে। এ ঋণের জন্য আলাদা পাশ বই এবং আবেদন ফরম ব্যবহার করা হয়।

২। স্থায়ী আমানতের ও দ্বি-গুণ আমানতের মূল টাকার ৯০% এবং মাসিক, দ্বি-মাসিক আমানতের ৮০% পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৩। একই সদস্য যদি সাধারণ ঋণ ডিফল্টার থাকে তবে আমানতের বিপরীতে ঋণ ইস্যূ করা যাবে না।

৪। আমানতের বিপরীতে ঋণের সুদ ১৪% এবং অনিয়মিত ঋণের বেলায় ৫০% জরিমানা করা হবে।

৫। ৬ মাস অনিয়মিত থাকলে আমানত ঋণের সাথে সমন্বয় করা হবে।

৬। আমানতের বিপরীতে সর্বচ্চ ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা যাবে তবে তা স্পেশাল ঋণ হিসাবে বিবেচিত হবে।

৭। আমানত নগদীকরণ করার জন্য যে সকল পদ্ধতি আছে সে সকল পদ্ধতি পূরণ করে অফিসে সংরক্ষণ করা হবে যাতে অফিস কর্তৃক (অনিয়মিত) সদস্যদের আমানত সরাসরি সমন্বয় করা যায়।

৮। এ ঋণ ৩ মাস অনিয়মিত থাকলে একটি সতর্কীকরণ নোটিশ প্রদান করা হবে এবং ৬ মাসের পরে তা সমন্বয় করা হবে।

ঋণ পুনঃতফসিল কার্যক্রম ও নীতিমালা ঃ

খেলাপী ঋণ আদায় করার লক্ষে খেলাপী ঋণ পুনঃতফসিল কার্যক্রমের মাধ্যমে খেলাপী সদস্য/সদস্যাদের ঋণ পরিশোধের পথ কিছুটা হলেও সহজতর হয়েছে। ইতিমধ্যেই অনেক খেলাপী সদস্য এই সুযোগ গ্রহণ করেছে। অন্য খেলাপী সদস্যগণ এ সুযোগ গ্রহণ করে দীর্ঘমেয়াদী খেলাপী থেকে নিয়মিত হয়ে ক্রেডিটের উন্নয়ন ধারাকে অব্যাহত রাখবেন। ঋণ খেলাপী কোন ভাবেই কাম্য নয় যা ক্রেডিটের উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়।

১। শুধুমাত্র যারা মেয়াদ উত্তীর্ণ অথবা দীর্ঘ সময় ধরে ঋণ খেলাপী, আবেদনের প্রেক্ষিতে তাদের ঋণই পুণঃতফসিল করা হবে।

২। মোট বকেয়া ঋণ, মোট বকেয়া সুদ এবং মোট ঋণ জরিমানাসহ সর্বমোট টাকা পুনঃতফসিল করা হবে।

৩। পুনঃতফসিল ঋণ গ্রহণকারী যদি ৬ মাস নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করেন তবে উক্ত ঋণ জামিনদারগণ ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন।

৪। পুনঃতফসিল ঋণগ্রহণকারী ও জামিনদারগণ অন্য কারো ঋণের জন্য জামিন হতে পারবেন না।

৫। এ ঋণ ক্ষেত্রে সকল পূর্ব জামিন বলবৎ থাকবে।

উচ্চ শিক্ষা ঋণ নীতিমালা ঃ

মঠবাড়ী ধর্মপল্লীর অর্ন্তগত মেধাবী ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে একটি সুশিক্ষিত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড এর নতুন পদক্ষেপ উচ্চশিক্ষা ঋণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে । উচ্চশিক্ষা ঋণ নীতিমালাগুলো নিম্নরূপ ঃ

উচ্চ শিক্ষা ঋণ আবেদনকারীর যোগ্যতা ঃ

১। উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা পরবর্তী উচ্চতর ডিগ্রী গ্রহণ বা পেশাদারিত্ব কোন ডিগ্রী গ্রহণের জন্যে এ ঋণ কার্যক্রম আবেদনের যোগ্যবলে বিবেচিত হবে। কিন্তু একই পরিবারে একাধিক ছাত্র-ছাত্রীকে উচ্চ শিক্ষা ঋণ প্রদান বিবেচনাযোগ্য হবে না।

২। ঋণ আবেদনকারীকে অবশ্যই মঠবাড়ী ক্রেডিটের সদস্যপদ লাভের ৬ মাস অতিক্রম করতে হবে।

৩। এস এস সি ও এইচ এস সি উভয় পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ৪ থাকতে হবে।

৪ ।এক্ষেত্রে আবেদনকারী সরাসরি উপস্থিত হয়ে ক্রেডিটের নির্ধারিত ফরম পূরণ করতে হবে ।

উচ্চ শিক্ষা ঋণের সাধারণ নিয়মাবলী ঃ

১। বাংলাদেশে কোন প্রতিষ্ঠানে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণকারী ছাত্র/ছাত্রীদের বেলায় সর্বোচ্চ ২ (দুই) লক্ষ টাকা এবং বিদেশে অধ্যয়নের জন্য সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

২। আবেদনকৃত ঋণ বর্তমান শেয়ারের ১০ গুণ হিসেবে প্রদান করা হবে।

মর্টগেজ ঋণ নীতিমালা ঃ

মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড জমির দলিল জমা দিয়ে মর্টগেজ ঋণ প্রদান কার্যক্রম চালু করেছে। সাধারণ ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সদস্য-সদস্যাগণ বুক সিউরিটি ছাড়াও জমি বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে।

মর্টগেজ ঋণ গ্রহণের যোগ্যতা ঃ

- ঋণ গ্রহীতাকে অবশ্যই মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড এর সদস্য হতে হবে।
- আবেদনকারীকে অবশ্যই জমির মালিক থাকতে হবে।
- আবেদনকারী কিভাবে জমির মালিক হয়েছে তার সমস্ত কাগজ জমা দিতে হবে।
- জমির অবস্থান অবশ্যই সমিতির কর্ম এলাকার মধ্যে হতে হবে। জমিতে যাওয়ার রাস্তা থাকতে হবে এবং জমির ধরণ ভিটি বা চালা থাকতে হবে এবং বোর্ড কর্মকর্তাদের সরজমিনে পরিদর্শন সাপেক্ষে যদি মনে করেন এই জমি মটগের্জ এর আওতায় ঋণ দেওয়া যাবে।

মর্টগেজ ঋণ গ্রহণের নিয়মাবলী ঃ

- অত্র ক্রেডিটের নির্দিষ্ট ঋণ আবেদন ফরমের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
- জমি বন্ধকী ঋণের বেলায় জমির মোট মূল্যের ৭০% ঋণ প্রদান করা যাবে।
- ঋণের কিস্তি ১২০ সমমাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে।
- এই ঋণ ১৪% সুদে পরিশোধ করিতে হইবে।
- জমি বন্ধকীর ক্ষেত্রে ভূমি তফসীল অফিসের মূল্যমানের তালিকা, জমির দলিল, মূল রেকর্ডপত্র ও বর্তমান মূল্য যাচাই এবং সরজমিনে জমি পরিদর্শনের পর আইন অফিসারের মতামত প্রদানের উপর ভিত্তি করে ঋণ অনুমোদন করা হবে।
- ঋণ অনুমোদনের পর ক্রেডিট এর মাধ্যমে আইনজ্ঞ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত দলিলের মাধ্যমে রেজিষ্টার মর্টগেজ ডিট বা পাওয়ার অব এ্যাটর্নি সম্পাদন করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ এবং পরবর্তীতে বাতিল খরচও ঋণ গ্রহীতাকে

পরিশোধ করতে হবে। নিজ খরচায় জমির সত্য প্রমাণ এবং জমির পরিমাণ নিশ্চিত করতে হবে।

- জমির একের অধিক মালিক থাকলে সকলের একত্রে একটি অঙ্গীকারনামা প্রদান করতে হবে এবং দুই জন স্বাক্ষীর স্বাক্ষর দিতে হবে।
- মর্টগেজকৃত ঋণের ক্ষেত্রে জমির মূল দলিলের ফটোকপি, সিএস, এসএ, আরএস ও বিএস পর্চা, ডিসিআর কপি এবং হালনাগাদ খাজনার রশিদের ফটোকপি লোন ফরমের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।
- স্বামী ঋণ গ্রহণ করলে স্ত্রীকে এবং স্ত্রী ঋণ গ্রহণ করলে স্বামীকে স্বাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করতে হবে। প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের স্বাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করতে হবে।
- রেজিষ্টার মর্টগেজ ডিট বা পাওয়ার অব এ্যাটর্নি কৃত জমিতে সমিতির নামে সাইনবোর্ড ডিসপ্লে করতে হবে।
- ঋণ আবেদন পত্র জমা দেয়ার সময় মর্টগেজ ফি অফেরত যোগ্য ১০০০ টাকা প্রদান করতে হবে।

ঋণের কিস্তি ছয় মাস অনিয়মিত হলে অত্র ক্রেডিট ইউনিয়ন সেই জমি বিক্রয় করিতে পারিবে এবং ঋণের টাকা সমন্বয়ের পর অতিরিক্ত টাকা ঋণ গ্রহণকারীকে নগদে প্রদান করা হবে এবং যদি জমির দাম অবশিষ্ট ঋণ বাকীর চেয়ে কম হয় তবে ঋণ গ্রহীতাকে বাকী টাকা ফেরত দিতে হবে। যদি কোন প্রকার সমস্যা হয় তবে আইনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মর্টগেজ ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে করণীয়/লক্ষনীয়

** পরিবারের ডিফল্ট লোণ পরিশোধ করতে হবে।

** ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত এম আই সি আর কোডেট চেক ক্রেডিটে প্রদান করতে হবে।

** জমির মূল দলিল ও নাম জারির মূল কপি(খারিচ পরচা, ডিসিআর ও হালনাগাদ খাজনার রশিদসহ)

** মর্টগেজ লোনের সীমা ২০ লক্ষ টাকা পযর্ন্ত জমির মূল্যের ৭০%

২০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৪০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জমির মূল্যের ৬০%

৪০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৬০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জমির মূল্যের ৫০%

৬০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৭০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জমির মূল্যের ৪০%

৩। দেশে অধ্যয়নরত আবেদনকারী ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষা সেমিস্টার মাসিক পর্যায়ক্রমে ঋণ প্রদান করা হবে।

৪। প্রতিটি বার্ষিক/সেমিস্টার পরীক্ষার ফলাফল বাধ্যতামূলক ভাবে ক্রেডিট ইউনিয়নকে অবহিত করতে হবে । অন্যথায় পরের সেমিস্টারের কিস্তি প্রদান বন্ধ থাকবে। কোর্স সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে যদি পড়াশুনা বন্ধ বা স্থগিত করা হয়, লিখিতভাবে ক্রেডিটকে জানাতে হবে এবং ঋণের টাকা প্রদান বন্ধ থাকবে ঋণ গ্রহীতা অথবা অভিভাবক পরবর্তী মাস থেকে ১২% হারে সুদসহ ঋণের নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে।

৫। মঞ্জুরীকৃত ঋণের টাকা মাসিক/সেমিস্টার/কোর্স ফিস হিসেবে সরাসরি ক্রেডিট ইউনিয়ন কর্তৃক পে-অর্ডার/চেকের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিশোধ করা হবে।

৬। বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণকারী ছাত্র/ছাত্রীদের বেলায় সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হবে । উক্ত ঋণ বর্তমান শেয়ারের ১০ গুণ হিসেবে ঋণ প্রদান করা হবে তবে ৫ লক্ষ টাকার অধিক নয়।

৭। বিদেশে অধ্যয়নরতকে মঞ্জুরকৃত ঋণের টাকা এককালীন চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হবে।

উচ্চ শিক্ষা ঋণের জামিন ঃ

১। আবেদনকৃত ঋণের ৩০% শেয়ার জামিন হিসেবে প্রদান করতে হবে ।

২। আবেদনকারীর পরিবারে কমপক্ষে একজন সদস্যের জামিন বাধ্যতামূলক ।

৩। ঋণের আবেদনকারী যেহেতু উপার্জনহীন তাই তার অনুকূলে উপার্জনক্ষম অভিভাবককে (পিতা/মাতা) ঋণ পরিশোধের (নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে হলনামায়) স্বাক্ষর প্রদান করতে হবে ।

৪। ক্রেডিট ইউনিয়নের ব্যবস্থাপনা কমিটির দুজন সদস্য আবেদনকারীর সংশ্লিষ্ট এলাকা কর্তৃক আবেদনপত্র সুপারিশকৃত হতে হবে ।

উচ্চ শিক্ষা ঋণ পরিশোধের শর্তাবলী ঃ

১। ঋণ গ্রহণের পরবর্তী মাস হতে শুধুমাত্র নিয়মিত ১২% হারে সুদ প্রদান করতে হবে ।

২। শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর হতে ক্রেডিট ইউনিয়ন প্রচলিত নিয়মানুসারে বার্ষিক ১২% হারে সুদসহ ৩৬ সম-মাসিক কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে , ঋণ গ্রহণের ৩৬ মাস অতিবাহিত হওয়ার পর বাধ্যতামূলক ঋণ পরিশোধ শুরু করতে হবে। এখানে শিক্ষা কার্যক্রম সমাপ্ত বিবেচ্য নয়। যদি কেউ এককালীন পরিশোধ করতে চান তবে তাকে ৬ (ছয়) মাসের সুদসহ ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

৩। ঋণের বিপরীতে কোন ঋণ নিরাপত্তা বীমা তহবিল গ্রহণ করা হবে না ।

৪। ঋণের বিপরীতে কোন রেয়াত বা রিবেট প্রদান করা হবে না ।

৫। আবেদনকারী প্রথম ৩৬ মাস শুধু ঋণের সুদ প্রদান করবেন এবং ৩৬ মাস অতিবাহিত হওয়ার পর নিয়মিতভাবে সুদসহ কিস্তি প্রদান করতে হবে।

৬। ঋণ ফেরতের অঙ্গিকার সহ আবেদনকারী তিনটি এমআইসিআর চেক প্রদান করতে হবে। এমআইসিআর চেক এর মাধ্যমে ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করা যাবে।

উচ্চ শিক্ষা ঋণ আবেদনের সাথে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ঃ

১। ঋণ আবেদনকারীর সদ্য তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙ্গিন ছবি দিতে হবে ।

২। আবেদনকারীর নিজ নামের ব্যাংক একাউন্ট নম্বর অথবা ক্রেডিটের সঞ্চয়ী পাশ বই সঙ্গে জমা দিতে হবে।

৩। জাতিয় পরিচয়পত্রের (ভোটার আইডি কার্ড) এবং জন্ম নিবন্ধন সার্টিফিকেটের ফটোকপি দিতে হবে।

৪। শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সনদ এবং নম্বরপত্রের সত্যায়িত কপিসমুহ জমা দিতে হবে।

৫। অধ্যয়নরত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আইডি কার্ডের ফটোকপি, ভর্তি রশিদের ফটোকপি এবং অধ্যক্ষ বা বিভাগীয় প্রধানের স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র দিতে হবে।

ক্যাপাসিটি বেইজড সাধারণ ঋণ নীতিমালা ঃ

মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ একটি আর্থিক তথা ঋণ আদান-প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। সমিতির আয় বৃদ্ধিকল্পে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত চাকুরীজীবি সদস্য-সদস্যাদের চাকুরী ও ব্যবসার উপর নিজস্ব ও পারিবারিক আয়কে ভিত্তি করে ক্যাপাসিটি বেইজড সাধারণ ঋণ নীতিমালা ঋণ বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে।

- ঋণ গ্রহীতাকে অবশ্যই এই সমিতির সদস্য/সদস্যা হতে হবে এবং নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন করতে হবে।
- চাকুরীজীবি ও ব্যবসায়ীগণ এ ঋণ গ্রহণ করতে পারবে।
- ৬০/১২০ কিস্তিতে ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বেতনের এবং ব্যবসায়ের আয়ের বিপরীতে এ ঋণ প্রদান করা হবে।
- সদস্য পদ গ্রহণের ১ বছর পর এ ঋণ নিতে পারবে।
- শেয়ারের ১০ গুণ যা সর্বোচ্চ ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রদান করা হবে।
- বার্ষিক ১২% সুদে এই ঋণ প্রদান করা হবে।
- চাকুরী বা ব্যবসার বয়স কমপক্ষে ২ বছর হতে হবে।
- চাকুরী জীবিদের ক্ষেত্রে নিজ নামে ব্যাংকে একাউন্ট থাকতে হবে এবং ৬ মাসের ব্যাংক স্ট্যাটমেন্ট ও সেলারী সার্টিফিকেট এবং হালনাগাদ টিন সার্টিফিকেট দিতে হবে।
- ৫৫ বছরের উর্ধ্বে এ ঋণ প্রদান করা হবে না।
- কিস্তি দিতে ব্যর্থ হলে সাধারণ ঋণের নিয়ম অনুযায়ী সুদ ও জরিমানা দিতে হবে।
- ঋণ গ্রহণের পূর্বে আবেদনকারী ও অঙ্গীকারকারীর স্বাক্ষরিত ৩ পাতা এম.আই.সি.আর ব্যাংক চেক জমা দিতে হবে।
- জাতীয় পরিচয় পত্র ফটোকপি দিতে হবে।
- এ ঋণের ক্ষেত্রে শেয়ারের বিপরীতে সাধারণ ঋণ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে ।
- যৌথ পরিবারের ক্ষেত্রে যদি কোন সদস্য/সদস্যা ডিফল্ট থাকে তবে এ ঋণের জন্য কোন আবেদন গ্রহণ করা হবে না।
- ঋণ গ্রহণের সময় ৩০০ টাকা মূল্যের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে আবেদনকারীর অবর্তমানে পরিবারের যে কোন উপার্জনক্ষম ব্যক্তি স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে অঙ্গীকার নামায় ঋণ পরিশোধের স্বাক্ষর করতে হবে,স্বামীর ক্ষেত্রে স্ত্রী এবং স্ত্রীর ক্ষেত্রে স্বামী এবং স্ট্যাম্প খরচ সদস্য কে বহন করতে হবে।
- যদি কোন সদস্য/সদস্যা এই ঋণ পর পর ৬ মাস দিতে ব্যর্থ হয় তবে সমিতি ঋণ আদায় করার জন্য তাকে স্থায়ী অনিয়মিত সদস্য হিসেবে এম.আই.সি.আর চেক ব্যাংকে জমা দিয়ে ঋণ আদায় করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- এ ঋণের ক্ষেত্রে HDS ও বিভিন্ন সঞ্চয়ী আমানত সাধারণ শেয়ারের সাথে দেখানো যাবে।
- ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, টিন সার্টিফিকেট, আয়কর রিটার্ন এর রশিদ দিতে হবে।
- আবেদনকারীকে অবশ্যই আয় ব্যয়ের সঠিক হিসাব বিবরণী দিতে হবে।
- ঋণের আবেদন পত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা করার বিশ দিনের মধ্যে এ ঋণ নিতে পারবে।

আমাদের সঞ্চয়গুলো হলো ঘোড়া, আর ঋণগুলো হচ্ছে গাড়ি। আমরা যেন কখনও ঘোড়ার আগে গাড়ি না জুড়ি।

-ফাদার চার্লস জে. ইয়াং

মঠবাড়ী ক্রেডিট কন্‌জুমার (ভোক্তা) ঋণ নীতিমালা ঃ

উদ্দেশ্যঃ

সমিতির সদস্য-সদস্যাদের নিত্য ব্যবহার্য পণ্য সামগ্রী যেমন : টেলিভিশন, ফ্রিজ, মটর-সাইকেল, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন যে কোন আসবাবপএ ক্রয়ের উদ্দেশ্যে এমসিসিসিইউএল এই "মঠবাড়ী ক্রেডিট কন্‌জুমার ঋণ" প্রকল্প চালু করেছে।

মঠবাড়ী ক্রেডিট কন্‌জুমার (ভোক্তা) ঋণ গ্রহণের যোগ্যতাঃ

১. ঋণ গ্রহীতাকে অবশ্যই অএ সমিতির সদস্য/সদস্যা হতে হবে।

২সাধারণ বা অন্য কোন প্রডাক্টের ঋণ থাকা অবস্থায় এই ঋণ গ্রহণ করা যাবে।

৩. আবেদনপএ জমা দেয়ার পর প্রয়োজনীয় তদন্ত স্বাপেক্ষে আবেদনকারীর নিকট পণ্য ক্রয় ঋণ মঞ্জুর করার বিষয়টি সম্পূর্ণ সমিতির একতিয়ারভূক্ত। কোন প্রকার প্রভাব বা ওজর আপত্তি গ্রহণ যোগ্য হবেনা।

৪.কোন অনিয়মিত সদস্য/সদস্যা এই ঋণের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেনা।

৫.পণ্য ঋণ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক সদস্য/সদস্যা সমিতির নির্দিষ্ট আবেদন ফরমে আবেদন করতে হবে। আবেদন পএের সাথে দুই 'কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি এবং পণ্যের মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া ফি বাবদ ৩০০ টাকা প্রদান করতে হবে যা অফেরতযোগ্য।

৬. আবেদন পএে ব্যান্ড উল্লেখ করতে হবে সমিতির নির্দিষ্ট পণ্য তালিকার মধ্য হতে। কোন রকম ডাউন পেমেন্ট ছাড়াই এই পণ্য গ্রহণ করতে পারবে। পণ্যের বাজার মূল্য যাচাই করতে হবে।

৭.পণ্যের মূল্য সমিতি সরাসরি নিদিষ্ট দোকান বা প্রতিষ্ঠানের নিকট একাউন্ট-পে চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করবে।

৮.পণ্যের মোট মূল্যের ১০% আবেদনকারীর সঞ্চয়ী হিসেবে জমা থাকতে হবে। এবং ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত টাকা উত্তোলন করা যাবেনা।

৯. এই ঋণ এক লক্ষ টাকার বেশী প্রদান করা যাবেনা।

১০.পণ্য ঋণের ২৪ সম-মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে।

১১.এই ঋণ ১২% সুদে পরিশোধ করিতে হইবে

১২. ঋণ পরিশোধের অঙ্গীকার হিসেবে পরিবারের একজন ও পরিবারের বাইরে দুইজন গ্যারান্টার অঙ্গিকার দিতে হবে।

১৩. আবেদনকারী নিজে ও পরিবারের কোন সদস্য সমিতি হতে সাধারণ বা প্রোডাক্ট ঋণ গ্রহণ করে বিগত এক বছরে যে কোন সময় ঋণ খেলাপী থাকলে এই ঋণের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেনা।

১৪. আবেদনকারীকে ব্যাংকের এমআইসিআর চেক জমা দিতে হবে।

বিদেশ যাওয়ার জন্য সচ্ছলতা ঋণ (সলভেন্সি লোণ) নীতিমালা ঃ

উদ্দেশ্য ঃ

মঠবাড়ী মিশনের খ্রিস্টান সমাজের অনেক ব্যক্তি আর্থিক ভাবে স্বচ্ছল হওয়ার জন্য বিদেশ যেতে চান। আর্থিক সচ্ছলতা দেখাতে না পারার কারণে বিদেশে যেতে পারছেন না। এ বিষয়টি চিন্তা করে মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ "সচ্ছলতা ঋণ" প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

১.আবেদনকারীকে অবশ্যই মঠবাড়ী ক্রেডিটের সদস্য হতে হবে।

২.আবেদনকারীকে ক্রেডিট ইউনিয়নের নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন করতে হবে।

৩.চাকুরীজীবি বা ব্যবসায়ী হতে হবে।

৪.এ ঋণ সবোর্চ্চ ৬ মাসের জন্য প্রদান করতে হবে।

৫.সর্বোচ্চ ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত এ ঋণ প্রদান করা হবে।

৬.১৪% প্রতি মাসে শুধু সুদের টাকা নগদ বা সঞ্চয়ী হিসাব হতে দিতে পারবে।

৭.সমিতির নির্ধারিত ব্যাংকে হিসাব খুলতে হবে।

৮.আবেদনকারীর ব্যাংক হিসাব থেকে গ্রহণকৃত ঋণের সমপরিমাণ টাকা উত্তোলন করা যাবেনা এই মর্মে ৩০০ টাকার ষ্ট্যাম্পে অংগীকার প্রদান করতে হবে।

৯.ঋণ গ্রহণের সময় সমিতির নামে ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলনের চিঠি সহ একাউন্ট-পে এমআইসিআর ব্যাংক চেক জমা দিতে হবে।

৩০% বুক সিউরিটি'র মাধ্যমে বিশেষ সাধারণ ঋণ নীতিমালা

১. সদস্য পদ লাভের ছয় মাস পূর্ণ হওয়ার পর সদস্য/সদস্যাগণ ঋণ আবেদন করার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

২. MCCCUL কার্য এলাকার মধ্যে স্থায়ীভাবে বসবাসরত সদস্য/সদস্যাগণ প্রয়োজনীয় সঠিক তথ্য ক্রেডিট ইউনিয়নে উল্লেখ্য পূর্বক ঋণ এর জন্য আবেদন পএ দাখিল করতে পারবে।

৩.ঋণ আবেদন পত্রে উল্লেখিত তথ্যাদি প্রয়োজন বোধে অফিসের স্টাফ দ্বারা সরাসরি অনুসন্ধান করা হবে।

৪. ঋণের ধাপসমূহ :

ক. ১ম ঋণ – ৫০,০০০ টাকা শেয়ারের ১০ গুণ অনুযায়ী যা ৩৬ কিস্তিতে পরিশোধ যোগ্য।

খ. ২য় ঋণ – শেয়ারের ১০ গুণ অনুযায়ী ২,০০,০০০ টাকা যা ৩৬-৪৮ কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য।

গ. ৩য় ঋণ – ৫,০০,০০০ লক্ষ টাকা শেয়ারের ১০ গুণ হিসেবে যা ৬০,৭২,৮৪ কিস্তিতে পরিশোধ যোগ্য।

ঘ. ৪র্থ ঋণ – ১০,০০,০০০ লক্ষ টাকা শেয়ারের ১০ গুণ হিসেবে যা ৯৬/১০৮/১২০ কিস্তিতে পরিশোধ যোগ্য।

৫. ৩০,০০০ টাকা উর্ধ্বে যে কোন আয়ের ক্ষেত্রে (ব্যবসা/চাকুরী/কৃষি) অন্যান্য অবশ্যই তার সঠিক প্রমাণপত্র সংযুক্ত করতে হবে। উপার্জনহীন সদস্য/সদস্যাদের জন্য এ ঋণ প্রযোজ্য নয়।

চাকুরীর ক্ষেত্রে :

নিজ নামে ব্যাংকে একাউন্ট থাকতে হবে ৩ মাসের ব্যাংক স্ট্যাটমেন্ট,সেলারী সার্টিফিকেট এবং ৩ পাতা MICR চেক দাখিল করতে হবে। E-TIN প্রয়োজন অনুসারে।

ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে :

নিজ নামে ব্যাংক A/C থাকতে হবে। হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, E-TIN সার্টিফিকেট (আয়কর রিটার্ন) প্রয়োজন অনুসারে দাখিল করতে হবে। ৩মাসের ব্যাংক স্টেটমেন্ট, ৩পাতা MICR চেক দাখিল করতে হবে।

৬. ৩০% বুক সিউরিটি জামিন হিসেবে প্রযোজ্য। প্রতিটি ঋণের ক্ষেত্রে পরিবারের বাইরে কম পক্ষে ২টি জামিন দিতে হবে। তবে ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত এই ঋণের ক্ষেত্রে পরিবারের বাইরে ১টি জামিন হলেই চলবে। তবে উল্লেখ্য থাকে যেন এক জন জামিনদার নিজ শেয়ারের ১০গুণের বেশি জামিন হতে পারবে না।

৭. কোন সদস্য নিজ খ্রীষ্ট মন্ডলী এবং ক্রেডিট ইউনিয়নের কার্য এলাকার বাইরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে এ ঋণ গ্রহণ এবং জামিন প্রদানের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

৮. নিজ/পরিবারের ক্রেডিটের নিজস্ব/পরিবারভূক্ত স্থায়ী সঞ্চয়ী, HDS এবং স্কীম A/C আমানতের ৮০% জামিন হিসেবে গ্রহণযোগ্য। শতকরা ৩০% বুক সিউরিটি অনুযায়ী।

৯. বার্ষিক ১২% শতকরা সুদে এই ঋণ পরিশোধ যোগ্য।

১০. ৫৫ বছরের উর্ধ্বে এ ঋণ আবেদনের অযোগ্য বলে গণ্য হবে এবং NID কার্ডের ফটোকপি আবেদনের সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে।

১১. ঋণ সমন্বয়ের ক্ষেত্রে এ ঋণের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এ ঋণ গ্রহণের সময় ৩০০ টাকা মূল্যের নন জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে আবেদনকারীকে অঙ্গিকার নামা প্রদান করতে হবে এবং স্বামীর পক্ষে স্ত্রী ও স্ত্রীর পক্ষে স্বামীকে ঋণ প্রদানের অঙ্গিকারের স্বাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর প্রদান করতে হবে।

১২. এ ঋণের ক্ষেত্রে রিবেট এবং নিরাপত্তা স্কীম প্রযোজ্য হবে।

১৩. এই ঋণের আবেদন পত্র ও অন্যান্য কাগজ পত্র যাচাই বাছাই করে সঠিক প্রমাণিত হলে ২০ দিনের মধ্যে মঞ্জুর করা হবে এবং আবেদনকারীর Savings a/c-এ স্থানান্তর করা হবে। মঞ্জুরের পর ১৫ তারিখের মধ্যে ঋণ গ্রহণ করলে ঐ মাসের সুদসহ কিস্তি প্রদান করতে হবে।